২.২.২ হার্বার্ট স্পেনসারের প্রেতপূজাবাদ (The Ghost Theory of Herbert Spencer)

Spencer-এর মতে মৃত পূর্ব-পুরুষদের প্রেতাত্মার পূজার মধ্য দিয়েই ধর্মের উৎপত্তি ঘটে। প্রেতাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস থেকে আদিম মানুষেরা প্রকৃতির সমস্ত প্রাণী এমনকি জড়বস্তুতেও আত্মার অস্তিত্ব কল্পনা করে নেয়। তারা বিশ্বাস করত যে, প্রেতাত্মার মানুষের মঙ্গল বা অমঙ্গল সাধনের বিপুল শক্তির অধিকারী। জীবিত ব্যক্তিদের মৃত্যুর পর আত্মারা পার্থিব জগতের কোন কোন বস্তুতে আশ্রয় নেয়। এদের সম্পর্কে ভয়, আশঙ্কা ইত্যাদি থেকে এদের সন্তুষ্ট রাখার জন্য আদিম মানুষরা নানা আচার-অনুষ্ঠান করত। পরবর্তীকালের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে যার যথেষ্ট মিল রয়েছে। সুতরাং Spencer-এর অনুমান, প্রেতপূজার থেকে ধর্মের আবির্ভাব ঘটে।

Spencer-এর মতে, মৃত পূর্বপুরুষের প্রেতরূপে অস্তিত্বের ধারণা থেকেই প্রকৃতির সকল বস্তুতে আত্মার অস্তিত্বের কল্পনা মানুষের মনে জেগে উঠেছিল। অর্থাৎ, প্রেততত্ত্ব থেকেই প্রাচীন প্রাণবাদের বিকাশ ঘটেছিল। কিন্তু Edwards মনে করেন প্রকৃতির সর্ব বস্তুতে আত্মার অস্তিত্ব কল্পনার একটি বিশেষ রূপ হল প্রেততত্ত্ব।

M. Jastrow মনে করেন Spencer-এর তত্ত্ব অতি সরলীকরণের দোষে দুষ্ট। ধর্মের মত এত জটিল একটি বিষয়ের উৎপত্তি ও বিকাশকে কেবলমাত্র প্রেতপূজার প্রথার দ্বারা ব্যাখ্যা করা সঙ্গত নয়। বিচিত্র চিন্তাধারা, বিচিত্রতর অনুভূতির স্রোতোধারা মিলিত হয়ে ধর্মীয় অনুভূতির উৎপত্তি ও বিকাশকে পরিপুষ্ট করেছে।

Scanned by CamScanner

Jevons-ও মনে করেন যে, পূর্বপুরুষের আত্মাকে কখনই ঈশ্বররূপে কল্পনা করা হয়নি। মানুষ ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল, কিন্তু প্রেতাত্মার উপর নির্ভরশীল নয়। তারা জীবিতকালে উত্তর পুরুষদের দ্বারা পূজিত হত না। একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, আদিম গোষ্ঠী প্রেতাত্মায় বিশ্বাসী ছিল কিন্তু তারা সকলেই আত্মাকে ঈশ্বর হিসেবে আরাধনা করত না। এখনও মধ্য অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা বিশ্বাস করে যে, মৃত্যুর পর মানুষ প্রেতাত্মা হিসাবে ফিরে আসে, কিন্তু তারা সেই আত্মাকে পূজা করে না।

সুতরাং, Spencer-এর আদিম মানুষের প্রেতাত্মা পূজাকে যতটা সার্বজনিক মনে করেছেন বাস্তবে তা নয়। এমন কথাও বলা যায় না যে, জাগতিক সকল বস্তুতে আত্মার অস্তিত্বের ধারণার চেয়ে পূর্বপুরুষের প্রেতাত্মার অস্তিত্বের ধারণা আদিমতর। প্রেতপূজাবাদকে প্রাণবাদের পূর্ববর্তী মনে করার কোন বাস্তব ভিত্তি নেই।

Scanned by CamScanner